“যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার থেকে কিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোনো একটি দুর্ভোগ দূর করবেন

আবূ হুরাইরা রদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের কোনো পার্থিব দুর্ভোগ দূরীভূত করবে, আল্লাহ তার থেকে কিয়ামতের দিনের দুর্ভোগসমূহের মধ্যে কোনো একটি দুর্ভোগ দূর করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো সংকটে পতিত ব্যক্তির প্রতি সহজ করবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার প্রতি সহজ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবে, আল্লাহ তা‘আলা দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার মুসলিম ভাইয়ের সহযোগিতা করতে থাকে, আল্লাহও সে বান্দার সাহায্য করতে থাকেন। যে ব্যক্তি এমন পথে চলে- যাতে সে (দ্বীনের) বিদ্যা অর্জন করে, তার জন্য আল্লাহ জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। আর যখনই কোনো সম্প্রদায় আল্লাহর কোনো এক ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও নিজেদের মধ্যে তা অধ্যয়ন করে, তখনই (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাদের ওপর প্রশান্তি অবতীর্ণ হয়, তাদেরকে (আল্লাহর)
রহমত আচ্ছাদিত করে নেয়, ফিরিশতারা তাদেরকে ঘিরে নেয় এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী (ফিরিশতা)দের মধ্যে তাদের কথা আলোচনা করেন। আর যাকে তার আমল পশ্চাদ্গামী করেছে (অর্থাৎ নেকীর কাজ করে নি) তার বংশ তাকে অগ্রগামী করতে পারবে না।”
[সহীহ] [ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেছেন]

নবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর কাছে একজন মুসলিমের প্রতিদান সেই ধরণেরই হয় যা একজন মুসলিম অপর মুসলিমের সাথে করে। যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করে, লাঘব করে ও প্রতিহত করে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে কষ্ট দূর করে পুরস্কৃত করবেন। যে ব্যক্তি কোন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সহজ ও তার উপর শিথিল করে দেয় এবং তার কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ তার জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সহজ করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, যেমন যদি সে তার ভুল-ত্রুটি সম্পর্কে জানতে পারে যা প্রকাশ করা উচিত নয়, তাহলে আল্লাহ তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ তাঁর বান্দার সাহায্যকারী হবেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের ধর্মীয় ও পার্থিব স্বার্থে সাহায্য করতে থাকবে। দোয়া, শারীরিক সহায়তা, অর্থ এবং অন্যান্য জিনিসের দ্বারা সাহায্য হয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে দ্বীনি ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে পথ চলে; আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। কোন দল আল্লাহর ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব পাঠ করে এবং নিজেদের মধ্যে তা অধ্যয়ন করে, তবে তাদের উপর প্রশান্তি ও মর্যাদা অবতীর্ণ হয়, আল্লাহর রহমত তাদেরকে ঢেকে রাখে, ফেরেশতারা তাদেরকে ঘিরে রাখে এবং আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তীদের মধ্যে তাদের প্রশংসা করেন। আর আল্লাহর সর্বোচ্চ সমাবেশে বান্দার উল্লেখ করা সম্মানের জন্য যথেষ্ট। যার আমল অসম্পূর্ণ, তাকে সৎকর্মশীলদের স্তরে উন্নীত করবে না। অতএব, বংশের সম্মান এবং পূর্বপুরুষদের গুণাবলীর উপর নির্ভর করে কাজকে অবহেলা করা উচিত নয়।